Contents

আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

শবে মি'রাজ

করণীয় ও বর্জনীয়

আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

অধ্যক্ষ

মাদ্‌রাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা।

আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

শবে মি'রাজ
করণীয় ও বর্জনীয়

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
অধ্যক্ষ
মাদ্‌রাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা।

আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

শবে মি'রাজ করণীয় ও বর্জনীয়

প্রকাশক ঃ
আবদুল্লাহ, আম্মার

প্রথম প্রকাশ ঃ
রজব ১৪৩০ হিজরী
আষাঢ় ১৪১৬ বাংলা
জুলাই ২০০৯ ঈসায়ী

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
ইউনিক কম্পিউটার্স
৮৯/৩, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল,
ঢাকা-১১০০, মোবা ঃ ০১১৯৯-৫৬৭৩৭০

বিনিময় ঃ ২০/= টাকা মাত্র

লেখকের কথা

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد.

"ইস্‌রা ও মি'রাজ" রাসূল ﷺ-এর মাক্কী জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নবূওয়াত ও রিসালাতের সত্যতা প্রমাণে ইস্‌রা ও মি'রাজ একটি অন্যতম মু'জিযা। মি'রাজের রজনীতেই নির্দেশ এসেছে দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের, যা নিয়মিতভাবে পালন করা ব্যতীত মুসলিম হিসেবে টিকে থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং ইস্‌রা ও মি'রাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব, কিন্তু ইস্‌রা ও মি'রাজ কোন্ সন, মাস ও তারিখে সংঘটিত হয়েছে এর কোন সঠিক প্রমাণ নেই। অথচ আমাদের সমাজে একটি তারিখ ধার্য করে নিয়ে অতি ধূমধামের সাথে শবে মি'রাজ উদ্‌যাপন করা হয়। বস্তুতঃ এ তারিখের কোন সঠিক ভিত্তি নেই এবং ভিত্তিহীন তারিখের 'ইবাদাতও ভিত্তিহীন। আশ্চর্যের বিষয় হল ভিত্তিহীন তারিখে ভিত্তিহীন 'ইবাদাতে মুসলিম সমাজ কিভাবে লিপ্ত হতে পারে? এজন্য সঠিক দিক-নির্দেশনার লক্ষ্যে আমি **"কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে শবে মি'রাজে করণীয় ও বর্জনীয়"** শীর্ষক প্রবন্ধ লেখি এবং তা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ পেলে পাঠক সমাজের পরামর্শে বিষয়টি বই আকারে প্রকাশের প্রয়াস পাই।

বইটি প্রকাশে যারা উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়েছেন আল্লাহ তাদের সকলকে জাযায়ে খাইর দান করুন এবং বইটির মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিম সমাজকে উপকৃত করুন। আমীন।

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
অধ্যক্ষ
মাদ্‌রাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা।
তারিখ ঃ ০১/০৭/২০০৯ ইং

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রসঙ্গ কথা ঃ

ইসলাম এমন একটি জীবনাদর্শ যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ইহা সম্পূর্ণ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ﴾

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম"– (সূরা আ-লি 'ইমরান ১৯)। ইসলামধর্মের আরো একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো যে, নবী ﷺ-এর নবূওয়াতী জীবন সমাপ্তির মাধ্যমে ইসলামের পরিপূর্ণতা লাভ হয়েছে। তাইতো নবী ﷺ-এর বিদায় হাজ্জে অবতীর্ণ হলো ঃ

﴿اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا﴾

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নি'আমাত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" (সূরা আল-মায়িদাহ্ ৩)

সুতরাং ইসলামে কারো পক্ষ হতে কোনরূপ সংযোজন ও বিয়োজনের অবকাশ নেই। এজন্যই 'ইবাদাতের নাম দিয়ে কোন কর্মে লিপ্ত হয়ে সময়, শ্রম ও অর্থ সবকিছু ব্যয় করলেও তা গ্রহণযোগ্য হয় না, কারণ তা নবাবিস্কৃত। নবী ﷺ বলেন ঃ

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ ('ইবাদাত) করে, যে ব্যাপারে আমাদের কোন আদেশ-নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য, কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না।" (সহীহ মুসলিম)

অতএব প্রচলিত শবে মি'রাজ উদ্‌যাপন সম্পর্কে আমরা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে আমাদের এসব 'ইবাদাতের গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাবে। আমরা খুঁজে পাব সঠিক পথের দিশা, আসুন! আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে শবে মি'রাজ উদ্‌যাপন সম্পর্কে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করি।

ইস্‌রা ও মি'রাজের পরিচয় ঃ

ইস্‌রা আরবী শব্দ, অর্থ হলো রাত্রি বেলা ভ্রমণ করা। ইসলামী পরিভাষায় নবী ﷺ-এর বিশেষ মু'জিযা স্বরূপ তাঁকে মাসজিদে হারাম-এর চত্তর হতে মাসজিদে আক্‌সা পর্যন্ত রাত্রিবেলায় জিব্‌রাঈলের সাথে বিশেষ বাহনে জাগ্রতাবস্থায় যে ভ্রমণ করানো হয় তাকে ইস্‌রা বলা হয়।

মি'রাজ শব্দটিও আরবী, অর্থ হলো ঊর্ধ্বগমনের মাধ্যম, যা ঊর্ধ্বগমনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইসলামী পরিভাষায় নবী ﷺ মাসজিদে আক্‌সা হতে সপ্ত আসমান ও তদুর্ধ্বে স্বশরীরে জাগ্রতাবস্থায় আরোহণ এবং বিভিন্ন নিদর্শন পরিদর্শন করার যে মু'জিযা লাভ করেন তাকেই মি'রাজ বলা হয়।

(শারহু আক্বীদাহ্ আত্-তাহাবীয়্যাহ ২২৩ পৃঃ)

ইস্‌রা ও মি'রাজের সত্যতা ও মু'জিযা ঃ

ইমাম ইবনে হাজার 'আসকালানী (রহ.) বলেন ঃ নবী ﷺ-এর নবূওয়াত লাভের পর স্বশরীরে আত্মা ও দেহ সহ জাগ্রতাবস্থায় একই রাত্রে ইস্‌রা ও মি'রাজ সংঘটিত হয়। এটাই অধিকাংশ বিদ্বানদের মত ও সঠিক মত। **(ফাতহুল বারী ১/৫৯৬ পৃঃ)**

আল্লাহ তা'আলা ইস্‌রা সম্পর্কে বলেন ঃ

﴿سُبْحٰنَ الَّذِىٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا﴾

"পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছেন মাসজিদে হারাম হতে মাসজিদে আক্‌সা পর্যন্ত।"

(সূরা বানী ইসরাঈল ১)

তিনি মি'রাজ সম্পর্কে বলেন ঃ

﴿وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ۙ ۝ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ۝ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ؕ ۝ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ۙ ۝ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ۝ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى﴾

"নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার দেখেছিল সিদ্‌রাতুল মুন্তাহার নিকটে, যার কাছে অবস্থিত বসবাসের জান্নাত, যখন বৃক্ষটি যা দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার, তাদ্বারা আচ্ছন্ন ছিল, তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি এবং সীমালঙ্ঘন করেনি। নিশ্চয় সে তার পালনকর্তার মহান নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছে।"

(সূরা আন্ নাজ্‌ম ১৩-১৮)

এ হলো আল-কুরআনের ভাষ্য, আর বুখারী মুসলিম সহ অসংখ্য সহীহ্ হাদীসে নবী ﷺ-এর ইস্‌রা ও মি'রাজের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে যা এক দীর্ঘ আলোচনা। মোটকথা ইস্‌রা ও মি'রাজ ছিল বাস্তব স্ব-শরীরে ও জাগ্রতাবস্থায়, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নবী ﷺ-এর জন্য এক বিশেষ মু'জিযা এবং এটা হল তাঁর নবূওয়াত ও রিসালাতের সত্যতা প্রমাণের এক বলিষ্ঠ দলীল।

প্রচলিত শবে মি'রাজ উদ্‌যাপন ঃ

হিজরী বর্ষের রজব মাস এলেই সে মাসের একটি রাত বা গোটা মাসই একশ্রেণীর মুসলমানেরা শবে মি'রাজের (মি'রাজের রাতের) দোহাই দিয়ে নানা রকম আনন্দোৎসব, মনগড়া 'ইবাদাত বন্দেগী, ওয়াজ-মাহফিল ও খাজাবাবার সিন্নি বিতরণ, চাঁদাবাজি ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পরে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো যে, সে সকল মুসলিমেরা এবং তাদের আলিম-মুরশিদেরা একটুও চিন্তা করলেন না যে, এ প্রচলিত শবে মি'রাজ

উদ্‌যাপনের কোন ভিত্তি আছে কিনা? তাই সচেতন মুসলিম সমাজের খিদমতে বলতে চাই, আসুন! আমরা একটু চিন্তা করি যদি সত্যিই ইসলামে এর সঠিকতা প্রমাণিত হয়ে থাকে, তবে নিশ্চয় এ 'ইবাদাত পালন করলে পুণ্যের অধিকারী হব। আর যদি এর সঠিকতা প্রমাণিত না হয়, তবে নিশ্চয় এটি 'ইবাদাতের নামে প্রচলিত এক ভ্রান্ত বিদ'আত যা মানুষকে জান্নাতের পথ হতে সরিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে (নাঊযুবিল্লাহ মিন যালিক)। তাই আসুন! আমরা প্রচলিত শবে মি'রাজের দিন-তারিখের সত্যতা, অতঃপর মি'রাজকে কেন্দ্র করে নামায, রোযা ইত্যাদি 'ইবাদাতের সঠিকতা কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে পর্যালোচনা করি।

মি'রাজের দিন-তারিখ ঃ

পূর্বের আলোচনা হতে প্রমাণিত হয় যে, ইস্‌রা ও মি'রাজ একটি সু-প্রসিদ্ধ ঘটনা যা কুরআন ও সহীহ্ হাদীসে প্রমাণিত, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু ইস্‌রা ও মি'রাজ কোন্ দিন, মাস ও বৎসরে সংঘটিত হয়েছে– এ ব্যাপারে কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট কোনরূপই বক্তব্য না থাকায় বিদ্বানগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন ঃ নবী ﷺ-এর নবূওয়াত লাভের পূর্বেই মি'রাজ সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু এটা বিরল। তবে অধিকাংশ বিদ্বানই বলেছেন ঃ নবূওয়াত লাভের পরেই সংঘটিত হয়েছে। এখন নবূওয়াতের কোন্ বর্ষে, মাসে ও দিনে সংঘটিত হয়েছে– এ নিয়ে আবার একাধিক মতামত পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য মতসমূহ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনাসহ নিম্নে আলোকপাত করা হলো ঃ

১। নবূওয়াত লাভের বছরই মি'রাজ সংঘটিত হয়।

২। নবূওয়াত লাভের পাঁচ বছর পর মি'রাজ সংঘটিত হয়।

৩। নবূওয়াতের দশম বছরে রজব মাসের ২৭শে রাত্রিতে।

৪। হিজরতের এক বছর পূর্বে অর্থাৎ নবূওয়াতের ১২তম বছরে রবিউল আউয়াল মাসের ২৭শে রাত্রিতে।

৫। হিজরতের আট মাস পূর্বে রমাযান মাসের ২৭শে রাত্রিতে।

৬। হিজরতের ছয় মাস পূর্বে।

৭। হিজরতের এক বছর ও দুই মাস পূর্বে মুহাররাম মাসে।

৮। হিজরতের এক বছর ও তিন মাস পূর্বে যিলহাজ্জ মাসে।

৯। হিজরতের এক বছর ও পাঁচ মাস পূর্বে শাওয়াল বা রমাযান মাসে।

১০। হিজরতের পূর্বে রজব মাসের প্রথম শুক্রবারের রাত্রে।

ইত্যাদি আরো একাধিক মতামত পাওয়া যায়।

দ্রঃ আল আ'ইয়াদ (৩৫৯-৩৬০ পৃঃ), আর-রাহীকুল মাখতূম (১৩৭ পৃঃ), আল বিদা' আল-হাওলিয়া (২৭০-২৭৪ পৃঃ)।

সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ঃ

উপরোক্ত মতামতসমূহ হতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ইস্‌রা ও মি'রাজ সংঘটিত হওয়ার রাতটির তারিখ নির্ধারিতভাবে কারো জানা নেই, কেননা এর সঠিক কোন প্রমাণ নেই।

বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ইমাম ইবনে কাছীর (রহ.) বলেন ঃ যে হাদীসে বলা হয়েছে যে, ইস্‌রা ও মি'রাজ রজব মাসের ২৭শে রাত্রিতে সংঘটিত হয়েছে সে হাদীস সঠিক নয় বরং এর কোন ভিত্তি নেই।

(আল-বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া ৩/১০৭ পৃঃ)

ইমাম আবূ শামাহ (রহ.) বলেন ঃ

ذَكَرَ بَعْضُ الْقَصَّاصِ أَنْ لاِسْرَاء كَانَ فِيْ رَجَبٍ، وَذٰلِكَ عِنْدَ أَهْلِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ عَيْنُ الْكَذِبِ.

"অনেক আলোচক বলে থাকেন যে, ইস্‌রা ও মি'রাজ রজব মাসে সংঘটিত হয়েছে, মূলতঃ এটা হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিতদের কাছে এক ডাহা মিথ্যা কথা।" (আল-বায়েছ ফী ইনকারিল বিদা ৭১ পৃঃ)

যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ (রহ.) বলেন ঃ

إِنَّهُ لَمْ يَقُمْ دَلِيْلٌ مَعْلُوْمٌ لَا عَلٰى شَهْرِهَا، وَلَا عَلٰى عَشْرِهَا، وَلَا عَلٰى عَيْنِهَا، بَلْ النُّقُوْلُ مُنْقَطِعَةٌ مُخْتَلِفَةٌ، لَيْسَ فِيْهَا مَا يُقْطَعُ بِهِ.

"মি'রাজ সংঘটিত হওয়ার মাস, দশক বা নির্ধারিত দিনের কোন অকাট্য প্রমাণ নেই।" **(যাদুল মা'আদ ১/৫৭ পৃঃ)**

অতএব প্রচলিত সমাজে যে মতের উপর ভিত্তি করে শবে মি'রাজ উদ্‌যাপন করা হয় সে মতটি হলো- নবূওয়াতের দশম বছরে রজব মাসের ২৭শে রাত্রিতে। আমরা প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ইমামদের বক্তব্য অনুযায়ী অবগত হলাম যে, উক্ত মতটি সঠিক নয় বরং মিথ্যা। ইমামের বক্তব্য ছাড়াও আমরা যদি বাস্তব ইতিহাসের নিরিখে প্রমাণ করতে যাই তবুও সে মতটি ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়। কারণ আমরা জানি, মি'রাজের রাত্রেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়েছে, আর ইতিহাস প্রমাণ করে যে, খাদীজাহ্ (রাযি.) যখন ইন্তিকাল করেন তখন পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়নি, তিনি ইন্তিকাল করেন নবূওয়াতের দশম বছরে রমাযান মাসে। তিনি ইন্তিকাল করেন রমাযান মাসে তখনও পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়নি, তাহলে কিভাবে সে রমাযান মাসের দু'মাস পূর্বে রজব মাসে মি'রাজ সংঘটিত হতে পারে। সুতরাং প্রচলিত সমাজে শবে মি'রাজ উদ্‌যাপনের রাত বা মাসটি কুরআন ও সহীহ্ হাদীস এবং বাস্তব ইতিহাসের তথ্য অনুযায়ী এক বানোয়াট মিথ্যা তারিখ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। আর দিন-তারিখই যদি সঠিক বলে প্রমাণিত না হয় তাহলে এর উপর ভিত্তি করে 'ইবাদাতে লিপ্ত হওয়া কি প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং বোকামির পরিচয় নয়?

শবে মি'রাজের বিদ'আতী 'ইবাদাত ঃ

প্রচলিত সমাজে শবে মি'রাজকে কেন্দ্র করে রজব মাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সালাত (নামায), সিয়াম (রোযা), মিলাদ-মাহফিল, রাত্রি জাগরণ, আনন্দোৎসব, খাজা বাবার সিন্নি বিতরণ ইত্যাদি রকমারী 'ইবাদাতের

আবিষ্কার হয়েছে এবং এক শ্রেণীর দাজ্জাল মিথ্যুক বহু রকমের জাল হাদীস ও কিস্সা কাহিনী তৈরী করে মানুষকে বিপথে নেয়ার অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। আসুন আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এসব 'ইবাদাতের সত্যতা যাচাই করে দেখি।

১– সলাতুর রাগাইব ঃ

রজব মাসকে কেন্দ্র করে যে সব বিশেষ সলাত আদায় করা হয়, তন্মধ্যে অন্যতম হলো 'সলাতুর রাগাইব'। আনাস (রাযি.)-এর বরাত দিয়ে নবী ﷺ হতে বর্ণনা করে বলা হয়, যে ব্যক্তি রজব মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার রোযা রেখে মাগরিব ও ইশার মাঝে দুই দুই করে বার রাক'আত নামায পড়বে- প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা, অতঃপর সূরা ক্বাদ্‌র তিনবার এবং সূরা ইখলাস বার বার– এভাবে নামায শেষে সত্তরবার দরূদ পাঠ করবে এবং বিশেষ মুনাজাত পড়বে, তাহলে এ নামায তার ক্বরে এসে তাকে যাবতীয় বিপদ-মুসিবত হতে উদ্ধার করবে ......। (না'উযুবিল্লাহ)

ইমাম গায্‌যালী (রহ.)-এর মত ব্যক্তি তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ইহ্‌ইয়াউ উলূমিদ্দিন-এ (১/২০২-২০৩) বলেন ঃ এ নামাযের নাম হলো রজবের নামায, এটা মুস্তাহাব নামায, যদিও ঈদ ও তারাবীর নামাযের মত এটা প্রমাণিত নয়, কিন্তু ফিলিস্তিনবাসীদেরকে গুরুত্ব সহকারে এটা আদায় করতে দেখে আমি এ নামাযের উপস্থাপনা করা ভাল মনে করছি।

মূলতঃ এসব ব্যক্তির এরূপ বক্তব্য ও গ্রন্থই মানুষকে বিদ'আতের দিকে ধাবিত করার জন্য যথেষ্ট। কারণ এ নামায সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো সকল মুহাদ্দিসের ঐকমত্যে জাল-বানোয়াট ও মিথ্যা।

(দ্রঃ কিতাবুল মাওযুয়াত ২/১২৪, ১২৫ পৃঃ)

বস্তুতঃ এ সলাতুর রাগাইব সর্বপ্রথম ৪৮০ হিঃ ফিলিস্তিনে আবির্ভূত হয়। এর পূর্বে নবী ﷺ, সাহাবীগণ, তাবিয়ীগণ এবং ৪৮১ হিজরীর পূর্বে কোন সালফে সালিহীন আদায় করেছেন বলে কোন সঠিক প্রমাণ নেই।

(দ্রঃ আল-হাওয়াদেছ ওয়াল বিদা' ১২২ পৃঃ)

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ (রহ.) বলেন ঃ

صَلَاةُ الرَّغَائِبِ بِدْعَةٌ بِإِتِّفَاقِ أَئِمَّةِ الدِّيْنِ، لَمْ يُسَنَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ خُلَفَائِه، وَلَا اسْتَحَبَّهَا أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الدِّيْنَ كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيْ وَأَحْمَدَ وَأَبِيْ حَنِيْفَةَ ..... وَالثَّوْرِيِ وَالْأَوْزَاعِيْ وَاللَّيْثِ وَغَيْرِهِمْ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ، وَالْحَدِيْثُ الْمَرْوِىُ فِيْهَا كَذِبٌ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيْثِ.

“সকল ইমামদের ঐকমত্যে সলাতুর রাগাইব বিদ‘আত, কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বা কোন খলীফা কেউই এটা চালু করেননি এবং ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমাদ, আবূ হানীফা, ছাওরী, আওযাঈ, লাইছ (রহ.) ইত্যাদি কেউই এটা পছন্দ করেননি। আর এ বিষয়ে যে হাদীস বর্ণনা করা হয় সকল মুহাদ্দিসের ঐকমত্যে তা মিথ্যা ও বানোয়াট।”

(মাজমু ফাতাওয়া ২৩/১৩৪ পৃঃ)

অতএব শবে মি‘রাজকে কেন্দ্র করে সালাতুর রাগাইব সহ সকল প্রকার বিশেষ সালাত বিদ‘আত, যা হারাম হিসেবে অবশ্যই বর্জনীয়।

২- বিশেষ রোযা পালন ঃ

শবে মি‘রাজকে কেন্দ্র করে রজব মাসের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও ২৬ তারিখে ইত্যাদি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দিনে রোযা রাখা সম্পর্কে প্রচলিত সমাজে অনেক মিথ্যা ও জাল হাদীসের ছড়াছড়ি রয়েছে, দীর্ঘ হয়ে যাবে আশংকায় এখানে সে সব হাদীসের অবতারণা ভাল মনে না করে সে প্রসঙ্গে মুহাদ্দিসে কিরামদের কিছু বক্তব্য উল্লেখ করেই যথেষ্ট মনে করতে চাই।

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন ঃ

لَمْ يَرِدْ فِيْ فَضْلِ شَهْرِ رَجَبَ، وَلَا فِيْ صِيَامِه، وَلَا فِيْ صِيَامِ شَيْءٍ مِنْهُ مُعَيَّنٍ، وَلَا فِيْ قِيَامِ لَيْلَةٍ مَخْصُوْصَةٍ فِيْهِ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ يَصْلُحُ لِلْحُجَّةِ.

"রজব মাসের ফাযীলাত বর্ণনায় সে মাসে রোযার ফাযীলাত বর্ণনায় বা এ মাসে কোন নির্দিষ্ট দিনে রোযা রাখা বা রাত্রি জাগরণ সম্পর্কে কোন দলীলযোগ্য সহীহ হাদীস প্রমাণিত হয়নি।"

(আল-বিদা আল-হাওলিয়া ২১৪ পৃঃ)

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ (রহ.) বলেন ঃ

إِنَّ تَعْظِيْمَ شَهَرِ رَجَبٍ مِنَ الْأُمُوْرِ الْمُحْدَثَةِ الَّتِى يَنْبَغِيْ اِجْتِنَابُهَا، وَإِنَّ إِتَّخَاذَ شَهْرِ رَجَبٍ مَوْسِمًا بِحَيْثُ يُفْرَدُ بِالصَّوْمِ مَكْرُوْهٌ عَنَّ الْاِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللّٰهَ وَغَيْرِهِ.

"রজব মাসকে বিশেষভাবে সম্মান করা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত, আর এ মাসকে রোযার মৌসুম হিসেবে মনে করা ইমাম আহমাদ (রহ.)-সহ সকলেই অপছন্দ করতেন।" **(ইকতিযাউস্ সিরাত ২/৬২৪, ৬২৫)**

সুতরাং রজব মাসে বিশেষ রোযা রাখার ব্যাপারে সব হাদীসই দুর্বল বরং জাল বা বানোয়াট যা কোন মুহাদ্দিসের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব তা অবশ্যই বর্জনীয়। **(আল-বিদা আল-হাওলিয়া ২২৬ পৃঃ)**

তাইতো সাহাবীদের অনেকেই এ মাসে বিশেষ রোযা রাখলে বাধা দিতেন। এমনকি আমীরুল মু'মিনীন 'উমার (রাযি.) যাদেরকে রোযা রাখতে দেখতেন তাদেরকে প্রহার করতেন এবং রোযা ভেঙ্গে ফেলার জন্য খেতে বাধ্য করতেন, আর বলতেন ঃ রজব এমন মাস যাকে জাহিলী যুগের লোকেরা সম্মান করতো, বড় করে দেখাতো। (অতএব তোমরা এরূপ করো না)। **(আল-বিদা আল-হাওলিয়া ২৩৪ পৃঃ)**

৩- শবে মি'রাজের আনুষ্ঠানিকতা ঃ

তথাকথিত ২৭শে রজবের রাত্রিটি শবে মি'রাজ বা মি'রাজের রজনী বলা হয় এজন্য যে সব আনুষ্ঠানিকতা, মাসজিদের আলোকসজ্জা ও খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন-বিয়োজন করা হয়, যার বর্ণনা দিতে গেলে এক

ছোট পুস্তিকা পূর্ণ হয়ে যাবে, তাই সে সব অনর্থক কথাবার্তার অবতারণা না করে এ সম্পর্কে বিদ্বানদের কিছু বক্তব্য তুলে ধরতে চাই।

বিংশ শতাব্দীর বিশ্ববিখ্যাত আলিমে দীন আল্লামা শায়খ ইবনে বায (রহ.) বলেন ঃ কোন মুসলিমের জন্য মি'রাজের রজনীকে কেন্দ্র করে কোন প্রকার আনুষ্ঠানিকতায় লিপ্ত হওয়া বৈধ হবে না। কারণ নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কিরামগণ (রাযি.) মি'রাজের রাতকে কেন্দ্র করে কোন প্রকার আনুষ্ঠানিকতা করেননি এবং বিশেষ কোন 'ইবাদাতেরও প্রচলন ঘটাননি। অতএব এ আনুষ্ঠানিকতা যদি শারী'আত সম্মত কাজ হতো তাহলে অবশ্যই নবী ﷺ স্বীয় উম্মাতকে তাঁর কথা বা কাজের মাধ্যমে অবগত করাতেন এবং সাহাবাগণ তা বর্ণনা করতেন। সুতরাং এটা এক ভ্রান্ত বিদ'আত যা হতে বিরত থাকা প্রতিটি মুসলিমের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

(দ্রঃ আল-বিদা ওয়াল মুহ্দাছাত ৫৮৯-৫৯০ পৃঃ)

এ হলো মি'রাজের রাত্রির আনুষ্ঠানিকতার কথা, আর এ আনুষ্ঠানিকতার সাথে যা কিছু হয়ে থাকে তা বলার অপেক্ষা রাখে না, বিশেষ করে মাযারসমূহে এ দিনকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় গাজার আসর, শুরু হয় অবাধে নারী-পুরুষের যৌথভাবে গান-তামাসার আসর ইত্যাদি যা একজন জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি একটু চিন্তা করলেই বলবেন যে, এটা ইসলাম গর্হিত ও নিষিদ্ধ পাপ কর্ম ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। আল্লাহ্ আমাদের সঠিক বুঝ দান করে এ সমস্ত ভ্রান্ত কাজ হতে রেহাই দান করুন– আমীন।

হে মুসলিম ভাই ও বোন! আল্লাহ্ আপনাকে রহম করুন। জেনে রাখুন, প্রতিটি মুসলিমের প্রত্যাবর্তনস্থল হলো কুরআন ও সহীহ্ হাদীস। এ দুয়ের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়াই হলো তার কর্তব্য এবং এ দুয়ের আলোকে যাবতীয় 'ইবাদাত সম্পাদন করাই হলো তার আদর্শ। তাই আসুন আমরা সংক্ষিপ্তভাবে আল-কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে প্রচলিত শবে মি'রাজ উদ্‌যাপনের পরিণতি জেনে নেই।

আল-কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে প্রচলিত শবে মি'রাজ উদ্‌যাপনের পরিণতি

১- আল-কুরআনের আলোকে ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা বানী ইসরাঈল ও সূরা আন্ নাজামে ইস্‌রা ও মি'রাজের আলোচনা তুলে ধরেছেন, তাই এর প্রতি আমাদের অবশ্যই ঈমান আনতে হবে কিন্তু প্রচলিত শবে মি'রাজ উদ্‌যাপনের দিন-তারিখ বা আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে কুরআনের কোথাও কোনরূপ ইঙ্গিত নেই বরং আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ﴾

"আর রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে বারণ করেছেন তা হতে বিরত থাক।" **(সূরা হাশ্‌র ৭)**

আমরা দেখতে পাই, রাসূল ﷺ এরূপ শবে মি'রাজ উদ্‌যাপনের কোন আদেশ বা অনুমতি দিয়েছেন বলে এর সঠিক কোন প্রমাণ নেই। তাই এটা রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ নয় বরং তার বিরোধিতা, আর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴾

"তাদের সতর্ক হয়ে যাওয়া উচিত যারা তাঁর (রাসূলের) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, ফলে তাদেরকে ফিত্‌না বা বিপর্যয় পেয়ে যাবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।" **(সূরা নূর ৬৩)**

২- সহীহ্ হাদীসের আলোকে ঃ

আল্লামা শায়খ ইবনে বায (রহ.) বলেন ঃ যে রাত্রে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়, সে রাতটি অথবা রজব মাস অথবা অন্য কোন

রাত বা মাস নির্দিষ্টভাবে সহীহ হাদীসে প্রমাণিত হয়নি। বরং মি'রাজের দিন-তারিখ সম্পর্কে যে সব বর্ণনা পাওয়া যায় সকল মুহাদ্দিসগণ বলেন ঃ সে সব বর্ণনা নবী ﷺ হতে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়। যদিও নির্দিষ্ট তারিখ প্রমাণিত হয় কিন্তু সে তারিখে বিশেষ কোন 'ইবাদাত করা যাবে বলে নবী ﷺ ও সাহাবীদের হতে কোন প্রমাণ নেই..... তাই সবই বিদ'আতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত– যা বর্জন করাই হলো মুসলিম ব্যক্তির কতর্ব্য।

(আল-বিদা ওয়াল মুহদাছাত ৫৮৯ পৃঃ)

সুতরাং শবে মি'রাজকে কেন্দ্র করে বিশেষভাবে যে সব 'ইবাদাত পালন করা হয় তা কখনও আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, নবী ﷺ বলেন ঃ

مَنْ أَحْدَثَ فِىْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"যে ব্যক্তি আমাদের এ (দীনের) কাজে এমন কিছু আবিষ্কার করবে যা তাতে ছিল না তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।" (সহীহ মুসলিম, হাঃ ১৭১৮)

কারণ এসব 'ইবাদাত হলো বিদ'আত যা ভ্রান্ত বা গুমরাহী। নবী ﷺ বলেন ঃ

كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"প্রতিটি নবাাবিষ্কৃত 'ইবাদাতই হলো বিদ'আত আর প্রতিটি বিদ'আতই হলো ভ্রান্ত পথভ্রষ্টতা।" (আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ- সহীহ)

অন্য বর্ণনায় এসেছে ঃ

وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ.

"সব গুমরাহীই জাহান্নামের পথে"– (নাসায়ী- সহীহ)। অতএব প্রচলিত শবে মি'রাজ উদ্‌যাপন মানুষের হিদায়াত নয় বরং যালালাত। গুমরাহী বা পথভ্রষ্টতা, যেহেতু তা ইসলামের 'ইবাদাত নয়।

ইস্‌রা ও মি'রাজে করণীয় ও বর্জনীয়

ইস্‌রা ও মি'রাজ ইসলামের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। অতএব মুসলিম উম্মাহ্‌র ইস্‌রা ও মি'রাজকে কেন্দ্র করে অবশ্যই কিছু করণীয় ও শিখনীয় বিষয় রয়েছে। আবার প্রচলিত সমাজে ইস্‌রা ও মি'রাজকে কেন্দ্র করে অনেক বাহুল্যতা চালু হয়েছে যা অবশ্যই বর্জনীয়। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে ইস্‌রা ও মি'রাজে করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ আলোকপাত করা হল ঃ

ইস্‌রা ও মি'রাজে করণীয় ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ ঃ

১। ইস্‌রা ও মি'রাজের প্রতি ঈমান ঃ ইস্‌রা ও মি'রাজ ইসলামে একটি বাস্তব ও সত্য বিষয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে সূরা বানী ইসরাঈলে ১ম আয়াতে ইস্‌রা বা মাসজিদে হারাম হতে মাসজিদে আকসা পর্যন্ত রাত্রিবেলা ভ্রমণের কথা বর্ণনা দিয়েছেন। আর সূরা নাজ্‌ম-এর ১৩ হতে ১৮ আয়াতে মি'রাজ বা ঊর্ধ্বগমনের বিষয় বর্ণনা দিয়েছেন। অপরপক্ষে সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম সহ অসংখ্য সহীহ হাদীসে ইস্‌রা ও মি'রাজ সংক্রান্ত নাবী ﷺ ও সাহাবীদের বর্ণনাসমূহ স্থান পেয়েছে।

অতএব ইস্‌রা ও মি'রাজ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কুরআন ও সহীহ হাদীসে যেরূপ এর বর্ণনা এসেছে অনুরূপ এর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা একটি অপরিহার্য কর্তব্য। ইমাম তাহাবী (রহ.) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ্ বিশ্বাস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

وَالْمِعْرَاجُ حَقٌّ، وَقَدْ أُسْرِىَ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَعُرِجَ بِشَخْصِهِ فِى الْيَقْظَةِ، إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ إِلَى حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الْعُلَا وَأَكْرَمَهُ بِمَا شَاءَ وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى.

"মি'রাজ হক্ব বা সত্য বিষয়, আরো হক্ব কথা হলো যে, নাবী ﷺ-কে স্বশরীরে ও জাগ্রতাবস্থায় রাত্রিবেলা ভ্রমণ ও ঊর্ধ্বে গমন করানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যত ইচ্ছা তাঁকে ঊর্ধ্বজগতে নিয়েছেন, তাঁকে সম্মানিত করেছেন এবং তাঁর প্রতি ওয়াহী করেছেন, আর তিনি যা দেখেছেন সত্যই বর্ণনা দিয়েছেন।" (শারহুল আক্বীদাহ্ আত্-তাহাবীয়্যাহ্ ২২৩ পৃঃ)

সুতরাং এ বিষয়ে প্রথম করণীয় হল ইস্রা ও মি'রাজের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

২। মি'রাজের রজনীতে অবতীর্ণ হওয়া 'ইবাদাত পালনে সচেষ্ট হওয়া ঃ

আমরা অনেকেই শুনেছি যে, মি'রাজের রাত্রে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সবচেয়ে বড় নির্দেশ হল পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত। আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ মূসা ('আ.)-এর পরামর্শে স্বীয় উম্মাতের প্রতি দয়াশীল হয়ে বারংবার আল্লাহ্র কাছে আবেদন করলে পঞ্চাশের স্থলে পাঁচ ওয়াক্ত নেমে আসে। অবশ্য আল্লাহ্র ঘোষণা হল ঃ "যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সম্পাদন করবে সে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সাওয়াব লাভ করবে"–(সহীহুল বুখারী হাঃ ৩৪৯)। এ হল ফাযীলাতের বিষয় আর ধমকির বিষয় হল রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

"একজন (মুসলিম) বান্দা ও কাফিরের মাঝে পার্থক্য হল সালাত বর্জন করা।" (সহীহ্ মুসলিম, মিশকাত ৪৮ পৃঃ)

এ হাদীসে সালাত বর্জনকারীকে কাফির বলা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হল মি'রাজকে কেন্দ্র করে প্রচলিত সমাজে দুর্বল ও বানোয়াট প্রমাণের আলোকে রাত্রি জাগরণ, বিশেষ সালাত ও মিলাদ-মাহফিল ইত্যাদির অপচর্চা শুরু হয়েছে। অথচ মি'রাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, যা ব্যতীত কেউ পূর্ণ মু'মিন হতে পারে না সেদিকে ঐ শ্রেণীর কোন গুরুত্ব নেই।

অতএব মি'রাজের অন্যতম শিক্ষা হল ঃ মি'রাজ আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের কথা স্মরণ করে দেয় যা পালন করা অপরিহার্য কর্তব্য।

৩। আল্লাহ্ তা'আলার স্ব-সত্ত্বায় ঊর্ধ্বে অবস্থান ঃ

আহলু সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ্-বিশ্বাস বর্ণনাকারীর অন্যতম ইমাম- ইমাম ইবনু আবিল ইয্য আল-হানাফী (রহ.) মি'রাজ সংক্রান্ত আলোচনার শেষে বলেন ঃ

وَفِىْ حَدِيْثِ الْمِعْرَاجِ دَلِيْلٌ عَلٰى ثُبُوْتِ صِفَةِ الْعُلُوِ لِلّٰهِ تَعَالٰى مِنْ وُجُوْهٍ لِمَنْ تَدَبَّرَهُ.

"যে ব্যক্তি মি'রাজের বিষয়ে চিন্তা করবে সে এতে আল্লাহ্ তা'আলা ঊর্ধ্বে হওয়ার একাধিক দলীল-প্রমাণ পেয়ে যাবে।"

(শারহুল আক্বীদাহ্ আত্-তাহাবীয়্যাহ্ ২২৬ পৃঃ)

সমাজে প্রচলিত "আল্লাহ্ তা'আলা স্ব-সত্ত্বায় সর্বত্র বিরাজমান" এরূপ বাতিল বিশ্বাস যা কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী, মি'রাজের ঘটনাও প্রমাণ করে যে এটা বাতিল বিশ্বাস। বরং আল্লাহ তা'আলা স্ব-সত্ত্বায় ঊর্ধ্বে রয়েছেন, এটাই প্রমাণ করে মি'রাজের বাস্তব ঘটনা।

কারণ নাবী ﷺ মি'রাজেই আল্লাহ্ তা'আলার অতি নিকটে যাওয়ার সুযোগ পান এবং এ সুযোগ পৃথিবীর কোথাও ঘটেনি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান কা'বাতেও আল্লাহ্র নিকটে যাওয়ার সুযোগ হয়নি, পূর্বেও নয়, পশ্চিমেও নয়, উত্তরেও নয়, দক্ষিণেও নয়; এমনকি নাবী-রাসূলদের মিলনকেন্দ্র বাইতুল মাক্দাসেও নয়। তথা তামাম পৃথিবীর কোথাও নয় বরং আল্লাহ্র স্ব-সত্ত্বায় অবস্থান হল সপ্ত আসমানের ঊর্ধ্বে 'আর্শে আযীমের উপরে। মূলতঃ এ পরিচয় আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে বিশেষ করে সাতটি আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, তিনি 'আর্শের উপর সমুন্নত। যেমন ঃ

﴿اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى﴾

"দয়াময় (আল্লাহ্) 'আর্‌শের উপর সমুন্নত।" (সূরা ত্ব-হা- ৫)

অতএব মি'রাজ আমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্ব-সত্ত্বায় অবস্থান সম্পর্কে সঠিক আক্বীদাহ্ বিশ্বাস শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা স্ব-সত্ত্বায় সর্বত্র বিরাজমান নন, বরং তিনি স্ব-সত্ত্বায় 'আর্‌শের উপরে রয়েছেন। এটাই হল সঠিক আক্বীদাহ্ বিশ্বাস। এটাই হল কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের সঠিক বিশ্বাস। এ ঈমান ও বিশ্বাসের পরিপন্থী "আল্লাহ স্ব-সত্ত্বায় সর্বত্র বিরাজমান" বিশ্বাস হল বাতিল ও কুফ্‌রী বিশ্বাস। এরূপ বিশ্বাসকারীকে ইমাম আবূ হানীফাও (রহ.) কাফির বলে আখ্যায়িত করেছেন। (মুখ্‌তাসার আল 'উলূ ১৩৬ পৃষ্ঠা)

অতএব মি'রাজ সকল বাতিল বিশ্বাসকে নাকোচ করে সত্য ও সঠিক বিশ্বাসের বাস্তব শিক্ষাই আমাদের দিয়ে যায়।

৪। বক্তা ও আলোচকদের করুণ পরিণতি ঃ

প্রসিদ্ধ সাহাবী আনাস (রাযি.) বলেন, রাসূল ﷺ বলেন ঃ আমি মি'রাজের রজনীতে দেখলাম আগুনের কেচি দিয়ে কিছু মানুষের ওষ্ঠদয় কেটে নেয়া হচ্ছে (এ 'আযাবের জ্বালা-যন্ত্রণায় তারা অস্থির)। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিব্‌রীল! এরা কারা? তাদের এ করুণ অবস্থা কেন? জিব্‌রীল বললেন ঃ এরা হল আপনার উম্মাতের বক্তা ও আলোচকবৃন্দ, যারা মানুষকে কল্যাণের আদেশ করত কিন্তু নিজেদের বিষয়টি ভুলে যেত, অথচ তারা কুরআন পড়ে, আসলে তারা কি কিছু উপলব্ধি করত না?

(মুসনাদে আহমাদ- হাসান)

অনেক বক্তা ও আলোচক আছেন যারা মানুষকে আলোচ্য বিষয় ভালভাবে উপলব্ধির জন্য নানা ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেন, যাতে শ্রোতা ভালভাবে বুঝে বাস্তবে তা পালন করতে পারে। পক্ষান্তরে আলোচক বা বক্তা নিজেই সে বিষয় বাস্তবে পালন করে না, এতে মনে হয় যেন সত্যিই সে নিজেই উপলব্ধি করতে পারেনি, তাই মানুষকে পালন করার উপদেশ দিলেও

নিজে উদাসীন, পালন করে না এমন ব্যক্তিদের জন্যই ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে। মি'রাজের বিষয় হতে আমাদের এ শিক্ষা গ্রহণ করে সতর্ক হওয়া উচিত।

৫। পরনিন্দাকারী ও ব্যভিচারীদের শাস্তিভোগ ঃ

রাসূল ﷺ মি'রাজের রাত্রিতে আরো যে সব ব্যক্তির শাস্তিভোগ ও করুণ পরিণতি দেখেন তন্মধ্যে হলো গীবত বা পরনিন্দাকারীদের করুণ শাস্তি। তিনি ﷺ দেখলেন, একদল মানুষ যাদের হাতের নখগুলো তামার এবং বিশাল আকৃতির ও খুব ধারালো, তারা ধারালো নখ দিয়ে নিজের চেহারা এবং বক্ষ হতে গোশ্‌ত খামচা মারে ছিড়ছে। নাবী ﷺ জিব্‌রীলকে জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা এবং কেন তাদের এ কঠিন শাস্তি? জবাবে জিব্‌রীল বললেন ঃ তারা হল ঐসব মানুষ যারা অন্যের গোশ্‌ত ভক্ষণ করত এবং মানহানিকর কর্মে লিপ্ত হত। অর্থাৎ তারা গীবত-পরনিন্দা ও পর সমালোচনায় মগ্ন থাকত, এজন্য তাদের এ করুণ শাস্তি– (মুসনাদে আহমাদ- সহীহ)। অনুরূপ নাবী ﷺ ব্যভিচারী নর-নারীদের করুণ শাস্তির দৃশ্যও স্বচক্ষে দেখেন এবং আমাদের বর্ণনা করেন।

মি'রাজের বাস্তব চিত্র হতে এসব শিক্ষা গ্রহণ করে ঈমান ও আদর্শকে আরো সুন্দর করা উচিত।

ইস্‌রা ও মি'রাজে বর্জনীয় বিষয়সমূহ ঃ

১। দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করা ঃ

ইস্‌রা ও মি'রাজ নাবী ﷺ-এর জীবনে বাস্তব সংঘটিত হয়েছে, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, কিন্তু কোন্ সনে বা মাসে অথবা তারিখে সংঘটিত হয়েছে তা কোন সঠিক দলীল-প্রমাণে প্রমাণিত না হওয়ায় কোন দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করা সঠিক হবে না। বিশেষ করে এ তারিখের উপর নির্ভর করে যখন কোন 'ইবাদাত চালু হয়ে যায় তখন বিষয়টি আরো খারাপ হয়। অতএব ইসলামে সঠিক দলীল না থাকায় কোন দিন তারিখ ধার্য করে নেয়া কখনও বৈধ হবে না।

২। ইস্‌রা ও মি'রাজে বিশেষ 'ইবাদাত করা ঃ

ইস্‌রা ও মি'রাজ সংগঠিত হওয়ার নির্দিষ্ট দিন-তারিখ কোন বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য দলীলে প্রমাণিত হয়নি এবং সে উপলক্ষে কোন বিশেষ 'ইবাদাত, নামায, রোযা, তাসবীহ ও তিলাওয়াত ইত্যাদি পালনেও কোন সহীহ শুদ্ধ দলীল প্রমাণিত হয়নি। এতদসত্ত্বেও আবেগবশতঃ কোন 'ইবাদাতে লিপ্ত হলে সাওয়াবের পরিবর্তে গুনাহগার হতে হবে। কারণ মি'রাজ রজনীকে কেন্দ্র করে নাবী ﷺ ও সাহাবীগণ (রাযি.) বিশেষ কোন 'ইবাদাত করেননি এবং করার অনুমতিও দেননি। অতএব তথাকথিত শবে মি'রাজের বিশেষ 'ইবাদাত শরী'আত সম্মত নয় বরং এটা একটি ভ্রান্ত 'ইবাদাত যা মানুষকে গুমরাহ ও জাহান্নামের দিকেই নিয়ে যাবে। সুতরাং প্রচলিত সমাজের প্রথা বর্জন করা একান্ত প্রয়োজন।

৩। জাহিলী যুগের প্রথার অনুসরণ ও পুনঃপ্রচলন ঃ

রাসূল ﷺ ও সাহাবাদের মাঝে রজব মাসে মি'রাজকে কেন্দ্র করে বিশেষ কোন সালাত, সিয়াম ও কুরবানী ছিল না। কিন্তু তাঁর পূর্বে জাহিলী যুগে রজব মাসকে খুবই গুরুত্ব প্রদান করা হত। এ মাসে বিশেষ 'ইবাদাত নযর-নেয়াজ ও কুরবানী করা হত। সাহাবীদের যুগে যাতে জাহিলী অপচর্চা পুনঃপ্রচলন না হয় সেজন্য তাঁরা খুব কঠোর ছিলেন। যেমন 'আমীরুল মু'মিনীন 'উমার বিন খাত্তাব (রাযি.)-এর যুগে যারা রজব মাসে বিশেষ রোযা পালন করত, তিনি তাদের গ্রেফতার করে প্রহার করতেন এবং রোযা ভেঙ্গে ফেলার জন্য বাধ্য করে খাওয়াতেন, আর বলতেন ঃ রজব এমন মাস যাকে জাহিলী যুগের লোকেরা সম্মান করত এবং বড় গুরুত্ব দিত।

(আল বি'দা আল হাওলিয়াহ ২৩৪ পৃষ্ঠা)

অতএব জাহিলী যুগে এ মাসের বিশেষ গুরুত্ব ও বিশেষ 'ইবাদাত ছিল, অতঃপর নাবী ﷺ ও সাহাবীদের যুগে তা ছিল না বরং জাহিলী প্রথার প্রতিবাদ ছিল। সাহাবীদের স্বর্ণযুগের পর আবার কুরআন-সুন্নাহ্‌র অজ্ঞতা বেড়ে যাওয়ায় প্রবৃত্তির তাড়নায় ও শয়তানী প্ররোচনায় বর্তমান যুগের নামধারী

কিছু মুসলিম সমাজ সেই জাহিলী প্রথার অনুসরণ করে রজব মাসে বিশেষ 'ইবাদাত প্রচলন করেছে। আল্লাহভীরু প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির কুরআন ও সহীহ হাদীস বিরোধী এ জাহিলী 'ইবাদাত অবশ্যই বর্জনর করা উচিত। আল্লাহ তাওফীক দান করুন- আমীন।

৪। শবে মি'রাজের আনুষ্ঠানিকতা ঃ

মি'রাজের রজনীকে কেন্দ্র করে প্রচলিত সমাজে বহু ধরনের আনুষ্ঠানিকতা ও আয়োজন-বিয়োজন হয়ে থাকে। বিশেষ করে মাসজিদ-মাযার ইত্যাদি আলোকসজ্জা ও মিলাদ-মাহফিল এবং খাওয়া-দাওয়া এ সবই এমন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে করা হয় যার (মি'রাজের) বাস্তবতা থাকলেও আনুষাঙ্গিক কর্মকাণ্ড যা রজব মাসে হয়ে থাকে এর কোন সঠিক ভিত্তি না থাকায় এ অনর্থক কর্মকাণ্ড বর্জন করা অবশ্যই প্রতিটি মুসলিমের একান্ত কর্তব্য। ইহা ছাড়াও আরো বহু বর্জনীয় বিষয় রয়েছে। এখানে নমুনা স্বরূপ কিছু উল্লেখ করা হল।

উপসংহার ঃ

উপসংহারে আমরা বলতে পারি ঃ (১) কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ইস্‌রা (রাত্রের ভ্রমণ- বাইতুল্লাহ হতে মাসজিদে আকসা পর্যন্ত) ও মি'রাজ (ঊর্ধ্বগমন) সত্য ও বাস্তব, জাগ্রত অবস্থায় স্বশরীরে নবূওয়াতের পর হিজরাতের পূর্বে মক্কা থাকাকালীন নবী ﷺ-এর এ মু'জিযা সংঘটিত হয়েছে, এর প্রতি সকলকে ঈমান আনতে হবে।

(২) পবিত্র কুরআনে ও নবী ﷺ এবং সাহাবীদের হতে বিশুদ্ধভাবে মি'রাজের নির্দিষ্ট সাল, মাস ও দিন-তারিখ প্রমাণিত হয়নি। তাই প্রচলিত হিজরী বছরের রজব মাসে ২৭শে রাত্রে মি'রাজ হওয়ার তারিখটি বানোয়াট ও অসত্য। অতএব তারিখই যদি ভিত্তিহীন হয় তাহলে কিভাবে সে তারিখে বিশেষ 'ইবাদাত ও অনুষ্ঠানাদি সঠিক হতে পারে?

(৩) তর্কের খাতিরে যদিও ধরে নেয়া হয় যে, ঐ তারিখেই মি'রাজ হয়েছে তবুও প্রচলিত শবে মি'রাজ উদ্‌যাপন ও 'ইবাদাত শারী'আত সম্মত নয়। কারণ মি'রাজের রাতকে কেন্দ্র করে নবী ﷺ, সাহাবীগণ, তাবিঈগণ, কেউ বিশেষ কোন নামায, রোযা করেছেন বা করার জন্য বলেছেন এর সঠিক কোন প্রমাণ নেই।

সুতরাং প্রচলিত শবে মি'রাজকে কেন্দ্র করে সলাতুর রাগাইব, কোন রোযা, রাত্রি জাগরণ, আনুষ্ঠানিকতা, খানা-পিনার আয়োজন ও সিন্নি বিতরণ– সব কিছু বিদ'আত বা গুনাহের কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ আমাদের অজ্ঞতা ও প্রবৃত্তির পূজা বর্জন করে সঠিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ইসলামের 'ইবাদাত করার তাওফীক দান করুন এবং ইস্‌রা ও মি'রাজ হতে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের ঈমান আক্বীদাহ্ ও আদর্শকে আরো সন্দর করার তাওফীক দিন– আমীন!

লেখক পরিচিতি

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী, ঠাকুরগাঁও জেলার সদর থানার রহিমানপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৭৫ ঈঃ সালে জন্মগ্রহণ করেন। স্বীয় গ্রামে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে দিনাজপুর উথরাইল আলিয়া মাদ্‌রাসায় আলিম শেষ করে ভালভাবে আরবী শিক্ষার উদ্দেশে মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী ঢাকায় অধ্যয়ন শুরু করেন এবং ১৯৯৬ ঈঃ সালে কৃতিত্বের সাথে দাওরা হাদীস সম্পন্ন করেন, পাশাপাশি বি.এ, এম.এ এবং (ঢাকা সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসায়) কামিল তাফসীর ও হাদীস সম্পন্ন করে আরো উচ্চশিক্ষার জন্য মাদীনাহ্ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সাথে সাথে মাসজিদে নাববীতে মাদীনাহ্‌র বড় বড় আলিমদের নিকটও বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা নেন। মাদীনাহ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্বের সাথে লিসান্স ও হায়ার ডিপ্লোমা সম্পন্ন করে সাউদী ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক দাঈ হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। দেশে ফিরে এসে মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ্‌য় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। অতঃপর মাদ্‌রাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকায় এর অধ্যক্ষ হিসেবে অদ্যবধি দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি বর্তমান কর্মজীবনের পাশাপাশি শিক্ষা ও গবেষণায় নিয়োজিত। কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ইসলাম শিক্ষা সিরিজ তাঁর একটি অন্যতম গবেষণামূলক সিরিজ প্রকাশের পথে। তিনি বর্তমানে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদে উচ্চ শিক্ষায় গবেষণায়রত। আল্লাহ তাঁর দ্বার ইসলাম ও মুসলিম সমাজকে উপকৃত করুন। আমীন॥

—প্রকাশক

শীঘ্রই বের হচ্ছে লেখকের সংকলিত মূল্যবান গ্রন্থ যা আপনাকে পঞ্চাশের অধিক বিষয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে খুৎবাহ্ ও বক্তৃতার পাথেয় জোগাবে–

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

খুৎবাহ্ ও ওয়াজ শিক্ষা

লেখক কর্তৃক সংকলিত
গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশিতব্য ২টি বই–

ইসলামী মৌলিক নীতিমালাসহ
মাসনূন সালাত ও দু'আ শিক্ষা

কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের দলীলের আলোকে ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ এবং সালাতের যাবতীয় মাসআলা মাসায়িল ও গুরুত্বপূর্ণ মাসনূন দু'আ সম্বলিত বইটি আজই সংগ্রহ করুন।

একজন মুসলিম নর-নারীর কর্তব্য হল কুরআনুল কারীম ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে আক্বীদাহ্-বিশ্বাস, 'ইবাদাত-বন্দেগী ও 'আমাল-আখলাক গ্রহণ করা। কোন ব্যক্তি বা দলের অন্ধ অনুসরণে নয়, এমনকি প্রসিদ্ধ চার ইমামেরও নয়, বরং তাঁদের নির্দেশেই আঁকড়ে ধরতে হবে কুরআন ও সহীহ্ হাদীসকে।

এ বিষয়ে জানার জন্য পড়ুন লেখকের গবেষণামূলক গ্রন্থ–

সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
ও
চার ইমামের অবস্থান